সঠিক ‘আক্বীদাহ ও উহার পরিপন্থি বিষয়গুলো কি কি?

সঠিক তাওহীদী ‘আক্বীদাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের আবশ্যকতা। ক্বোরআনে কারীম ও রাছূলের (ﷺ) ছুন্নাহ্ তে বর্ণিত প্রমাণাদী দ্বারা একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, যাবতীয় কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম কেবল তখনই আল্লাহ্র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) নিকট সঠিক বলে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়, যখন উহা বিশুদ্ধ ও সঠিক তাওহীদী (আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى এর একত্ববাদের) ‘আক্বীদাহ-বিশ্বাসের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়ে থাকে। আর যদি ‘আক্বীদাহ বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে উহার ভিত্তিতে সম্পাদিত যাবতীয় কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম আল্লাহ্র (عَزَّوَجَلَّ) নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়।

আল্লাহ্ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ইরশাদ করেছেন:-

وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.[১]

অর্থাৎ- আর যে ব্যক্তি ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে তার সমস্ত ‘আমাল অবশ্যই বিফলে যাবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ جَلَّ جَلَالُهُ ইরশাদ করেছেন:-

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.[৩]

অর্থাৎ- এবং নিশ্চয়ই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীগণের (পূর্ববর্তী নাবী-রাছূলগণের) প্রতি এ বার্তা পাঠানো হয়েছে যে, যদি আপনি শির্ক করেন তাহলে আপনার সমস্ত ‘আমাল অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।[৪]

এ সম্পর্কে ক্বোরআনে কারীমে আরো অনেক আয়াত ও রাছূল ﷺ হতে বর্ণিত অনেক হাদীছ রয়েছে। তাই প্রত্যেক মুছলমানের অবশ্য কর্তব্য হলো, সর্বাগ্রে সঠিক তাওহীদী ‘আক্বীদাহ-বিশ্বাসের জ্ঞান অর্জন করা।

---

১. سورة المائدة- ٥

২. ছূরা আল মা-য়িদাহ- ৫

৩. سورة الزمر- ٦٥

৪. ছূরা আয্যুমার- ৬৫

eshodinshikhi@gmail.com

The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.